যুগান্তর

তারিখ . . 30 . AUG . 2015 . . .
পৃষ্ঠা . . . ২০ . . . কলাম . . . ৫ . . . .

হাটহাজারী গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ

শিক্ষার্থীদের গিনিপিগ বানিয়ে সৃজনশীলের পরীক্ষা চলছে

আবু তালেব, *হাটহাজারী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি*

ছয় বছর আগে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হলেও এখন পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অনেকেই এখনও পদ্ধতিটি আয়ত্তে আনতে পারেনি। এরই মধ্যে এসেছে নানা পরিবর্তন, যোগ হয়েছে নতুন নতুন বিষয়। অথচ তেমন সংখ্যায় দক্ষ শিক্ষক তৈরি হয়নি। শিক্ষক তৈরির আগেই যোগ হয়েছে নতুন পাঠক্রম। সৃজনশীলের এ পাঠক্রম বারবার পরিবর্তন হচ্ছে আর তা শিক্ষার্থীদের গিনিপিগ বানিয়ে তাদের ওপর প্রয়োগ করা হচ্ছে। এর প্রভাব পড়ছে সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর। শিক্ষার সঙ্গে জড়িত অনেকেই বারবার পদ্ধতির পরিবর্তনকে নীতিনির্ধারকদের ভুল বলে স্বীকার করেছেন। আর এ ভুলের খেসারত দিতে হচ্ছে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের।

সৃজনশীলের ভালো-মন্দ

এসব মন্তব্য চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাটহাজারী গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষকদের। ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ১ হাজার ৮১১ জন আর শিক্ষক রয়েছেন ৩২ জন। এর মধ্যে সৃজনশীল পদ্ধতির মাস্টার ট্রেইনার একজন। আর ১২ জন শিক্ষক এক সপ্তাহের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। পাঠ জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নগুলো চলছে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

চলছে : সৃজনশীলের পরীক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বোঝাতে সক্ষম হলেও প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতাবিষয়ক প্রশ্নগুলো বোঝাতে অনেক শিক্ষকই হিমশিম খাচ্ছেন বলে জানায় স্কুলটির সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

সৃজনশীলে ভালো ও সফল হওয়ার উপায় খুঁজতে হলে প্রকৃত সৃজনশীলতার পথে বাধাগুলো দূর করতে হবে মনে করেন প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ আলী আহমদ। তিনি বলেন, শিশুকাল থেকেই সুপ্ত প্রতিভার বিকাশের শুরু। তাই সৃজনশীলতার চর্চা প্রাথমিক স্তর থেকে আরম্ভ না হলে পরে তা কতটুকু কার্যকরভাবে চালু করা সম্ভব, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে রাজধানী ও অগ্রগামী জেলা-উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৃজনশীলতার কিছুটা চর্চা হয়। যেহেতু সৃজনশীলতা বিকাশে শিক্ষককে অধিক সময় দিতে হয়, তাই অনেকক্ষেত্রে শিক্ষকের এ কাজটির প্রতি অনীহা থাকে। কিংবা কেউ কেউ বাসায় কোচিংয়ে পড়ানোর মাধ্যমে নিজেদের আর্থিক সুবিধাকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন অথবা ওই শিক্ষক নিজেই অদক্ষ। তিনি জানান, এক হিসেবে দেখা গেছে, দেশের মাধ্যমিক স্তরের ৮০ শতাংশের বেশি শিক্ষক সৃজনশীল প্রশ্ন নিজে তৈরি করতে পারেন না। সৃজনশীল প্রশ্ন করার জন্য শিক্ষকদের দক্ষতা খুব জরুরি একটি বিষয়। এখানে দক্ষতার ঘাটতি একটি বড় সমস্যা।

অধ্যক্ষ আলী আহমদ

প্রতিষ্ঠানটির সহকারী প্রধান শিক্ষিকা খাদিজা খাতুন জানান, সৃজনশীল পদ্ধতিটি বাস্তবায়ন করার আগে এ বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক যেসব কর্মকাণ্ড, প্রচারণা ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার প্রয়োজন ছিল তার কিছুই করা হয়নি। এর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বিষয়ভিত্তিক পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব। এছাড়া উপজেলা ও পৌর সদরের বাইরের বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ভালো ধারণা নেই এই পদ্ধতি সম্পর্কে। এতে করে ওই শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে সৃজনশীল পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ ধারণা লাভে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রতিষ্ঠানটির একজন সহকারী শিক্ষক জানান, শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বর্তমান সরকারের কয়েকজন কর্তা প্রায়ই বলছেন, সৃজনশীল পদ্ধতির কারণে কোচিং ও গাইড ব্যবসা কমবে। অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে উল্টো চিত্র। এর কারণ হিসেবে তিনি জানান, অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা সৃজনশীল সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ছাড়াই শ্রেণীতে পাঠদান করছেন। অপরদিকে শিক্ষার্থীদের অধিকাংশ না বুঝেই শ্রেণীকক্ষে বসে মাথা নাড়ছে। বাড়ি ফিরে গাইড বই নড়াচাড়া করে সময় পার করছে। এরা পরীক্ষার হলে যথাযথভাবে প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারছে না। অন্যদিকে অনেক শিক্ষক উত্তরপত্রের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ঘাম ঝরাচ্ছেন।

গণিতের সিনিয়র সহকারী শিক্ষক মহিবউল্লাহ বলেন, সৃজনশীল প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের বড় অংশ এ পদ্ধতি পুরোপুরি না বোঝার কারণে বিভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে দ্বারস্থ হচ্ছেন গাইড বইয়ের। ফলে সৃজনশীল পদ্ধতির সুফল পেতে এখনই গাইড বই বন্ধ করা দরকার। দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী আবরার ফাদমুন জানায়, সৃজনশীল পদ্ধতি অনেকটা সহজ বলে মনে হলেও আসলে অত সহজ নয়। প্রশ্নপত্রে উদ্দীপক ভালোভাবে না বুঝলে তথা পাঠ্যবইয়ের প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট বিষয়টি আয়ত্তে না থাকলে উত্তর দেয়া অনেকাংশে কঠিন। এটা আরও কঠিন হয়ে যায় গণিতের মতো বিষয়ে। কারণ গণিত এমন একটি বিষয় যেখানে নিজের মতো করে বানিয়ে উত্তর দেয়া যায় না। এতে আমরা পরীক্ষার সময় বিশেষ করে গণিত প্রশ্নপত্র কি রকম হবে তা নিয়ে সংশয়ে থাকি।

কাল ছাপা হবে : মিরসরাই পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিবেদন